কেন হঠাৎ চুমু খেয়েছিলেন শাহরুখ, জানালেন শোয়েব

পাকিস্তানের সাবেক গতিতারকা শোয়েব আখতারের অসংখ্য ফ্যান-ফলোয়ার্স রয়েছে প্রতিবেশী দেশ ভারতেও।

তাদের মধ্যে অন্যতম বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান। শোয়েবের সঙ্গে বেশ সখ্য কিং খানের। এর পেছনের কারণ— আইপিএলে শাহরুখের কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলেছেন শোয়েব আখতার।

২০০৮ সালে আইপিএলের প্রথম মৌসুমে মাত্র তিনটি ম্যাচ খেলেছিলেন শোয়েব, নিয়েছিলেন ৫ উইকেট।সেই থেকে শাহরুখের সঙ্গে শোয়েবের এমন বন্ধুত্ব।

সম্প্রতি ভারতের এক টিভি চ্যানেলে প্রচারের পর একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা গেছে— শোয়েবকে চুমু খাচ্ছেন শাহরুখ খান।
ভাইরাল সেই ছবি নিয়ে বক্তব্য দিয়েছেন শোয়েব আখতার। জানালেন তাকে সারাজীবনের জন্য ভক্ত বানাতেই এই কৌশল নেন শাহরুখ। আর তাদের এই চুম্বন ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্ক মজবুত করেছে।

পাক স্পিড স্টার বলেন, আমি শাহরুখকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম— আপনি কেন এত চুমু খান? জবাবে শাহরুখ সহাস্যে জানিয়েছিলেন— আমি একজন তারকা এবং অনেকে বিশেষ কোনো মুহূর্তের জন্য আমার ভক্ত। আমি যখন জনতার উদ্দেশে চুমু খাই, তখন তারা তাদের বাকি পুরো জীবনের জন্য আমার ভক্ত হয়ে ওঠেন।

এমনটি বলেই হেসে দেন শোয়েব। বলেন, শাহরুখ চুমু খেয়েই এমন অনেককে তার আজীবন ভক্ত বানিয়ে ফেলেছেন।

এর পর চুম্বনের সেই ছবিটি দেখিয়ে বলেন, আমরা দুজনই দুই দেশের তারকা। আমাদের এই চুম্বন ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্ক মজবুত করেছে।

মেহেরপুরে বিশেষ চাহিদার শিশুদের গ্রামীণ খেলার আয়োজন

মুজিব শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুরে বিশেষ চাহিদা সমপন্ন ক্রিড়াবীদদের অংশ গ্রহনে বার্ষিক ক্রিড়া প্রতিযোগীতা ও পুরুস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ (১৬জুন) বুধবার সকালে মেহেরপুর জেলা ক্রিড়া অফিস মেহেরপুর স্টেডিয়ামে প্রতিযোগীতার আয়োজন করে। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তানভির রহমান এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহেরপুর পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী, জেলা ক্রিড়া অফিসার আরিফ আহম্মেদ,পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য। বার্ষিক ক্রিড়া প্রতিযোগীতায় মেহেরপুরের তিনটি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের বিশেষ চাহিদা সমপন্ন ক্ষদে ক্রিড়াবীদরা অংশ গ্রহন করেন। এবছর গ্রামীণ খেলাধুলা প্রতিযোগীতায় গুরুত্ব পেয়েছে। পরে বিজয়ীদের মাঝে পুরুস্কার বিতন করেন অতিথিবৃন্দরা। পুরুস্কার পেয়ে বিশেষ চাহিদা সমপন্ন শিশুরা উল্লাশ প্রকাশ করেন।

মেসির অসাধারণ গোলেও জয় পেল না আর্জেন্টিনা

বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দুই ম্যাচেই শুরুতে এগিয়ে গিয়েছিল আর্জেন্টিনা। দুই ম্যাচই শেষ পর্যন্ত হয়েছিল ড্র।

কোপা আমেরিকায় নিজেদের প্রথম ম্যাচেও এমন ভাগ্য বরণ করতে হয় কি না সেই শঙ্কা দেখা গিয়েছিল। হলোই তাই।

রিও দে জেনেইরোর নিল্তন সান্তোসে বাংলাদেশ সময় মঙ্গলবার ভোর ৩টায় কোপা আমেরিকায় ‘বি’ গ্রুপের ম্যাচে চিলির মুখোমুখি হয় আর্জন্টিনা। আর প্রথমার্ধে অধিনায়ক লিওনেল মেসির দুর্দান্ত ফ্রি-

কিকে এগিয়ে গেলেও ভিত কাজে লাগাতে পারল না লিওনেল স্ক্যালোনির বাকি শিষ্যরা।

দ্বিতীয়ার্ধে গোল হজম করে ১-১ সমতায় ড্র হয়েছে ম্যাচটি।

শুরুর দিকে অনেকটা ছন্নছাড়া খেলে আর্জেন্টিনা। ১৮ মিনিটে সহজ সুযোগ পেয়েও গোলরক্ষকের হাতে মারেন গঞ্জালেস। ম্যাচের ৩১ মিনিটে লো সেলসোকে ফাউল করলে চিলির ডি বক্সের বাইরে ফ্রি কিক পায় আর্জেন্টিনা। ঠিকে যেন বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচের পুনরাবৃত্তি।

সেবার চিলির গোলরক্ষক ক্লদিও ব্রাভো মেসির ফ্রি কিক ঠেকিয়ে দিয়েছিলেন। তবে এবার পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। কোপায় অসাধারণ এক ফ্রি-কিক দেখে বিশ্ব। গোলপোস্টের কোনা দিয়ে করা মেসির দুর্দান্ত শট হাত বাড়িয়েও ছুতে পারেননি ব্রাভো। বল জালে জড়ায়। ১-০ তে এগিয়ে যায় আলবিসেলেস্তেরা।

মেসির সেই অসাধারণ ফ্রি-কিক –

সাব্বিরের বিতর্কিত ‘আউট’ নিয়ে মুখ খুললেন সোহান

সাকিবকাণ্ডে ঘরোয়া লিগের দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির বিষয়টি যখন তুঙ্গে তখনই ফের আম্পায়ারিং বিতর্কে জড়িয়েছে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ (ডিপিএল)।

এবার রূপগঞ্জ-শেখ জামালের ম্যাচে অলরাউন্ডার সাব্বিরের আউট নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

রোববার বিকেএসপিতে শেখ জামালের বিপক্ষে ব্যাট হাতে দারুণ খেলতে থাকা সাব্বিরকে কট বিহান্ড দ্য উইকেট সিদ্ধান্ত দেন আম্পায়ার।

শাকিলের সেই ডেলিভারিটি ছিল অফ-স্ট্যাম্পের অনেক বাইরে। সেটি মারতে ব্যাট চালান সাব্বির, কিন্তু পরাস্ত হন। কিপার নুরুল হাসান

Shares

সাকিবকাণ্ড নিয়ে ভার্চুয়াল জগতে আলোচনা-সমালোচনার ঝড়

ডাকওয়ার্থ-লুইস পদ্ধতিতে আবাহনীর বিপক্ষে ৩১ রানে জয় পেয়েছে মোহামেডান।

তবে শুক্রবারের সেই ম্যাচের ফলাফলকে ছাপিয়ে এখন খবরের শিরোনামে মোহামেডান অধিনায়ক সাকিব আল হাসানের অক্রিকেটীয় কাণ্ড।

ব্যাট হাতে ৩৭ রান করলেও বল হাতে মহাবিতর্কের জন্ম দিয়েছেন সাকিব।

আবাহনীর অধিনায়ক মুশফিকুর রহিমের এলবিডব্লিউয়ের আবেদনে আম্পায়ার সাড়া না দেওয়ায় মুহূর্তেই ক্ষেপে যান সাকিব।

প্রথমে লাথি মেরে উইকেট ভাঙেন, এরপর আম্পায়ারের দিকে তেড়ে গিয়ে তর্ক করেন। এমনকি পরে উইকেট উপড়ে নিয়ে আছাড়ও মেরেছেন তিনি। এতে ক্ষান্ত হননি, আবাহনীর ড্রেসিংরুমের দিকে অশালীন অঙ্গভঙ্গি করে তাদের কোচ খালেদ মাহমুদের দিকে তেড়ে গেছেন।

সেসব ঘটনার ভিডিও ফেসবুকে রীতিমতো ভাইরাল। সাকিবকাণ্ড নিয়ে ফেসবুকে ঝড় চলছে। দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন দেশের ক্রিকেটপ্রেমীরা।

অনেকে সাকিবকে বেয়াদব আখ্যা দিয়ে তুলোধোনা করেছেন। কেউ কেউ আবার, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাকিব রুখে দাঁড়িয়েছেন বলেও পোস্ট দিয়েছেন।

শুক্রবার বিকাল থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সাকিবকাণ্ডেই সরগরম হয়ে আছে, যার রেশ এখনও চলছে।

সাইফুল ইসলাম নামে এক নেটিজেন লিখেছেন, সাকিবের লাথি বড় এক অশনিসংকেতেরই বোধ হয় ডাক দিল বাংলাদেশের ক্রিকেটে। তবে সাকিব অন্যায় করেছেন, এটা যেমন ঠিক, তাঁর শাস্তি পাওয়াটা যেমন উচিত; একইভাবে এ কথাও বলতে দ্বিধা নেই—নোংরা ক্লাবরাজনীতিতে কলুষিত

বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেটের জন্য এ রকম একটা লাথি বড় দরকার ছিল।

মো. মাহবুবুর রহমান লিখেছেন, এমন আচরণের কারণে চূড়ান্ত ভাবে শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। এই দেখে অন্য কোনো খেলোয়াড় যেন এমন ভুল না করে। তাকে বহিষ্কার করা হোক, এমন আইডল দরকার নেই বাংলাদেশের। যার কারণে বিশ্ব দরবারে অপমানিত হতে হয় বাংলাদেশকে, এমন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডারের দরকার নেই।

কামরুজ্জামান চঞ্চল লিখেছেন, হ্যা, সাকিব বেয়াদব। তাকে শাস্তি দিন। তবে ও ওর মান অনুযায়ী বেয়াদব। এই সাকিবের মাঝেই লুকিয়ে আছে চরম অন্যায়ের প্রতিবাদী কণ্ঠ। গতকাল তার লাথি মারায় বিষয়টি আবার ফুটে উঠেছে।বেয়াদবের প্রতি ভালোবাসা আবার শুরু হয়ে গেল।

কাজি রাজন লিখেছেন, সাকিবকে নিয়ে যে যাই বলুক, তার কিছু আসবে যাবে না। সাকিব শুধু খেলোয়াড়ই নন, তিনি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান।

সত্যের সন্ধানে নামে এক আইডি লিখেছেন, সাকিবকে শাস্তি দিলে বাংলাদেশ ক্রিকেটে লুকিয়ে থাকা দুর্নীতিবাজদেরও শাস্তি দিতে হবে।

টিটু সরকার লিখেছেন, সাকিব একজন আইকন। তার কাজ, চরিত্র ফলো করে এমন তরুণ, কিশোরের অভাব নেই। সেখানে অভিজ্ঞ ক্রিকেটার হয়ে যদি সাকিব মাঠে এমন বাজে আচরণ করে, তবে তার ফলোয়াড়রা কি শিখবে। এটাকে প্রতিবাদ বলে না।

এমন মন্তব্যের জবাবে মিলন মিয়া লিখেছেন, এমন অনিয়ম শৃংখলা মেনে কখনো প্রতিবাদ হয় না। প্রতিবাদ করতে গেলে নিয়ম শৃংখলা ভাঙ্গতেই হয়। সাকিব তাই করেছেন।

আব্দুল্লাহ আল মামুন নামের একজন লিখেছেন, অন্যায়ের প্রতিবাদ কিভাবে করতে হয় তুমি আবারও দেখিয়ে দিলে। গর্বে বুকটা ফুলে ওঠে যে আমাদের একটা সাকিব আছে।

ইয়াছিন হানজালা ইফতি লিখেছেন, গ্রেট জব সাকিব-আল-হাসান। আপনি ১০০ শতাংশ ঠিক আছেন। এইরকম অবাধ্য, উদ্ধত বলেই মিডিওকিউর একটা দল থেকে আপনি বিশ্বসেরার কাতারে যেতে পেরেছেন। নিয়ম মানা বাধ্য গৃহপালিত অবলা প্রাণী হলে লেভেলটা বড়জোর ওই আশরাফুল পর্যন্তই যাইত। অথর্ব ম্যানেজমেন্ট ১০ বছর ধরে একটা প্লেয়ার বের করতে পারে নাই এইসব করে। আপনাদের দৌড় সাকিবরে নিষিদ্ধ করা পর্যন্তই।

প্রতিটি ক্রিকেটার একজন করে সাকিব হলে আমাদের দেশের ক্রিকেট আজ আরো বেশি ভালো থাকতো। সাকিবের এই লাথি স্ট্যাম্পে নয়. এই লাথি আমাদের দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটের দুর্নীতির মুখে মারা হয়েছে।

আয়শা জাহান তন্বী লিখেছেন, সাকিবকে বহিষ্কার করা এখন সময়ের দাবি।

মোশাররফ নামের একজন লিখেছেন, সাকিব যা করছে ভাল করেছে। একজন খেলোয়াড় কোনো কারণ ছাড়া আম্পায়ার সাথে এভাবে রাগান্বিত হতে পারে না! হ্যাঁ তার স্ট্যাম্প তুলে ফেলাঠিক হয় নাই ,এটা ক্রিকেট প্রতি অস্মমান।

ক্ষমা চাইলেন সাকিব

ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে আম্পায়ারের ওপর মেজাজ হারিয়ে দুইবার স্টাম্প ভেঙে দেন মোহামেডানের অধিনায়ক সাকিব আল হাসান।

এরপর বৃষ্টির সময় খেলা বন্ধ হলে মাঠ ছাড়ার সময় আবাহনীর কোচ খালেদ মাহমুদ সুজনের সঙ্গে বাজে ব্যবহার করেন সাকিব।

খেলা শেষে নিজের ফেসবুক পেজে ক্ষমা চেয়ে সাকিব লিখেছেন, প্রিয় অনুসারীরা আমি গভীরভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। আমি আমার মেজাজ ধরে রাখতে পারিনি। ম্যাচটি যারা দেখেছেন, বিশেষ করে যারা বাড়ি থেকে ম্যাচটি দেখেছেন তাদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি। আমার মতো অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের উচিত হয়নি এভাবে প্রতিক্রিয়া জানানো। কিন্তু কখনও কখনও এমনটা হয়ে যায়। এই মানবিক ভুলের জন্য আমি দল, পরিচালনা কমিটি, টুর্নামেন্টে অফিসিয়ালস এবং সাংগঠনিক কমিটির কাছে ক্ষমা চাই। আশা করি, ভবিষ্যতে আর এর পুনরাবৃত্তি করবো না। ধন্যবাদ, আপনাদের ভালোসি।

শুক্রবার মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আবাহনীর বিপক্ষে ইনিংসের পঞ্চম ওভারের পঞ্চম বলে সাকিবের আউটের আবেদনে সাড়া দেননি আম্পায়ার। ওই ওভারেই আবাহনীর অধিনায়ক সাকিবকে হাঁকান একটি চার ও একটি ছক্কা।

পঞ্চম বলে সাকিব এলবিডব্লিউর আবেদন করলে আম্পায়ার সাড়া দেননি।

এতে মেজাজ হারিয়ে সাকিব নন-স্ট্রাইকিং প্রান্তের স্টাম্পে লাথি মেরে ভেঙে দেন।

৫.৫তম ওভারের সময় তুমুল বৃষ্টি নামলে আম্পায়ার মাহফুজুর রহমান খেলা বন্ধ রাখার ঘোষণা দেন। তিনি যখন মাঠকর্মীদের কাভার আনার ইশারা দিচ্ছেন, তখন সাকিব আম্পায়ারের দিকে এগিয়ে গিয়ে তিনটি স্টাম্পই তুলে উইকেটের ওপর ছুড়ে মারেন। তিনি এ সময় আম্পায়ারকে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে কিছু একটা বলছিলেন।

বৃষ্টির সময়ে খেলোয়াড়েরা যখন মাঠ ত্যাগ করছিলেন, তখনো নিজেকে সামলাতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল সাকিবের। তিনি এ সময় আবাহনীর ড্রেসিংরুমের দিকে তাকিয়ে কিছু বললে ক্ষেপে গিয়ে তেড়ে আসেন আবাহনীর কোচ মাহমুদ সুজন। এগিয়ে যান সাকিবও। মোহামেডানের বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার তখন জাপটে ধরে থামান সাকিবকে। খালেদ মাহমুদ সুজনকে থামান মোহামেডানের শামসুর রহমান শুভ।

ওমানের বিরুদ্ধে খেলতে পারছেন না জামাল ভূঁইয়াসহ ৩ জন

বিশ্বকাপ ও এশিয়ান কাপ বাছাই পর্বে ‘ই’ গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচে বাংলাদেশ মুখোমুখি হবে ওমানের। কাতারের দোহায় ১৫ জুন অনুষ্ঠেয় এই ম্যাচে অধিনায়কসহ তিন গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারকে পাচ্ছে না বাংলাদেশ।

এরা হলেন- জামাল ভূঁইয়া, রহমত মিয়া ও বিপলু আহমেদ। তারা নিষিদ্ধ হননি। আগের ম্যাচগুলোতে হলুদ কার্ড থাকার কারণে ওমান ম্যাচে খেলতে পারছেন না দেশের ফুটবলের এই তিন কীর্তিমান। জাতীয় দলের কোচ জেমি ডে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিন খেলোয়াড়কে ছাড়া ওমানকে মোকাবিলা করা বাংলাদেশের জন্য কঠিনই হবে। এমন পরিস্থিতিতে বেশ বিপদেই রয়েছেন জেমি ডে। এই তিনজন ছাড়াও মিডফিল্ডার মাশুক মিয়া জনি চোট পেয়েছেন। তাই তিন গোলকিপার ছাড়া ডের হাতে এখন আছেন ১৭জন খেলোয়াড়!

একাদশ নিয়ে চিন্তিত ডে বলেন, আমার হাতে গোলকিপার ছাড়া ১৭ জন খেলোয়াড় আছে। অধিনায়ক জামাল ছাড়াও আরও দুজন সাসপেনশনের কারণে ওমান ম্যাচে খেলতে পারবে না। ফিফা থেকে চিঠি এসেছে। এখন যারা আছে তাদের নিয়েই মাঠে নামতে হবে। এছাড়া কিছু করার নেই।

বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে পুরস্কার বিতরণ

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা পর্যায়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালক এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালিকা অনূর্ধ্ব ১৭ খেলা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালক-এ চ্যাম্পিয়ন মেহেরপুর সদর উপজেলা এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালিকা অনূর্ধ্ব ১৭ চ্যাম্পিয়ন মেহেরপুর সদর উপজেলা দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মৃধা মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্সআপ সহ সেরা খেলোয়াড় দের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

এসময় অন্যদের মধ্যে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) হাফিজ-আল-আসাদ, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তানভীর রহমান, পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড ইয়ারুল ইসলাম, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম, জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ, মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা, সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা বিপ্লব কুমার কুন্ডু, জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, সাধারণ

সম্পাদক আনোয়ারুল হক শাহী, আমদহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আনোয়ারুল ইসলাম প্রমূখ।

সুনীলের গোলে নীল বাংলাদেশ

ভারতীয় অধিনায়ক সুনীল ছেত্রীর জোড়া গোলে নীল বাংলাদেশ দল। ৭৯ মিনিটে বাংলাদেশি গোলকিপারকে ডস দিয়ে গোল করেন ভারতীয় অধিনায়ক।

এরপর যোগ হওয়া চার মিনিটের খেলায় দ্বিতীয় মিনিটে দ্বিতীয় গোল করেন সুনীল। তার জোড়া গোলে ২-০ ব্যবধানে জয় পায় ভারত। বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে এনিয়ে চারটি গোল করলেন ছেত্রী।

এই জয়ে এশিয়ান কাপ কোয়ালিফাইংয়ের পরের রাউন্ডে ওঠার সম্ভাবনা উজ্জ্বল করল সুনীল ছেত্রীর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় ফুটবল দল।

বাছাই পর্বের ‘ই’ গ্রুপে সাত ম্যাচে এটি বাংলাদেশের পঞ্চম হার; দুই পয়েন্ট নিয়ে তলানিতে পড়ে থাকল জামাল ভূঁইয়ার নেতৃত্বাধীন দলটি। অন্যদিকে ভারত সাত ম্যাচে এক জয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচ দলের মধ্যে তৃতীয় পজিশনে উঠে এসেছে।

প্রথমার্ধে গোলের দেখা পায়নি কোনো দল। দ্বিতীয়ার্ধের ৭৯ মিনিটে হেডে গোল নিশ্চিত করেন ভারতীয় অধিনায়ক। এরপর ৯২ মিনিটে গোল করেন ছেত্রী।

কাতারের রাজধানী দোহার জসিম বিন হামাদ স্টেডিয়ামে ম্যাচটি অনুষ্ঠি হয়।

খেলার প্রায় পুরোটা সময় ভরতের দখলে ছিল বল। ৭৩ শতাংশ বল দখলে ছিল ভারতের। বাংলাদেশের দখলে ছিল মাত্র ২৬ শতাংশ।

বাংলাদেশ শট নিতে পেরেছে ৪টি, ভারত নিয়েছে ১৬টি। বাংলাদেশ ২টি কর্নার পায়। ভারত পেয়েছে ৯টি।

বাংলাদেশ প্রথমার্ধের মতো দ্বিতীয়ার্ধেও দুটি হলুদ কার্ড দেখে ২টি। প্রতিপক্ষ ভারত প্রথমার্ধে একটি কার্ডও দেখেনি।

দ্বিতীয়ার্ধে দেখে একটি।

এই ম্যাচের আগে ভারত-বাংলাদেশ ২৯ ম্যাচে মুখোমুখি হয়। অতীতের সেই সাক্ষাতে ভারত জিতেছে ১৫টিতে আর বাংলাদেশ জিতেছে মাত্র দুই ম্যাচে। ড্র হয়েছে বাকি ১২টি ম্যাচ।

ব্যর্থ মুশফিক, আক্ষেপে পুড়লেন শান্ত

ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে (ডিপিএল) ১৯তম ম্যাচে শক্তিশালী দল আবাহনীকে হারিয়ে দিয়েছে খেলাঘর সমাজ কল্যাণ সমিতি।

সোমবার বিকেএসপির তিন নম্বর মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচটিতে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে।

এ লড়াইয়ে মুশফিককে হারিয়েছেন জহুরুল ইসলাম।

টস জিতে আগে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৬৪ রান সংগ্রহ করে খেলাঘর। জবাবে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৫৬ রান তুলতেই ২০ ওভার ফুরিয়ে যায় আবাহনীর।

ফলে ৮ রানে জয় পেল খেলাঘর।

ম্যাচে শুধু হারই নয়, হাফসেঞ্চুরির আক্ষেপে পুড়েছেন জাতীয় দল থেকে সদ্য বাদ পড়া তারকা ব্যাটসম্যান নাজমুল হোসেন শান্ত ও আবাহনীর ওপেনার ইমতিয়াজ।

দুজনেই আউট হয়েছেন ৪৯ রানে।

খেলাঘরের ১৬৪ রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই শূন্য রানে আউট হন ওপেনার মুনিম শাহরিয়ার।

দলীয় সংগ্রহ ১২ রান হতেই আউট হয়ে যান মুশফিকুর রহিম। ৫ বলে ৮ রান করে রনি চৌধুরির বলে বোল্ড হয়ে যান তিনি।

দলের সেরা ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে বিপাকে পড়ে আবাহনী। সেখান থেকে দলকে টেনে তোলেন ওপেনার মোহাম্মদ নাঈম ও মিডল অর্ডারি ব্যাটসম্যান নাজমুল হোসেন শান্ত।

দুজনেই খেলেন ৪৯ অনবদ্য দুটি ইনিংস। ব্যাটে ঝড় তুলে জয়ের লক্ষ্যেই ছুটতে থাকেন শান্ত ও নাঈম।

তবে ১৩তম ওভারে এসে ৫৯ বলে ৮৫ রানের এ দুরন্ত জুটি ভাঙেন রাফসান আল মাহমুদ।

মাত্র ১ রানের জন্য ফিফটি বঞ্চিত হন শান্ত। ৭ চার ও ১ ছক্কার মারে ৩৩ বলে ৪৯ রান করে ফেরেন শান্ত। একটু পর একইভাগ্য বরণ করেন নাঈমও।

খালেদ আহমেদের বলে বোল্ড হওয়ার আগে নাঈমের ব্যাট থেকেও আসে ৪২ বলে ৪৯ রান। এতে তিনটি বাউন্ডারি ও একটি ছয়ের মার রয়েছে।

শান্ত ও নাঈমের আউটের পর দলকে লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো ইনিংস খেলেননি আর কেউ।

শেষ পাঁচ ওভারে ৪৮ রান প্রয়োজন পড়ে আবাহনীর। তা সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছেন জাতীয় দলের দুই অলরাউন্ডার আফিফ ও মোসাদ্দেক।

শেষ বলে খালেদ আহমেদের দ্বিতীয় শিকারে পরিণত হন মোসাদ্দেক। তার ১৯ বলে ২১ রান ও আফিফ অন্যপ্রান্তে ১৮ বলে ২২ রান জয়ের জন্য যথেষ্ট হয়নি।

ফলে ৮ রানে হেরে প্রথম পরাজয়ের স্বাদ গ্রহণ করে পয়েন্ট টেবিলের চার নম্বরে নেমে গেল মুশফিকের দল।

এর আগে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে দারুণ সূচনা করে খেলাঘরের দুই ওপেনার ইমতিয়াজ হোসাইন ও রাফসান আল মাহমুদ। প্রথম চার ওভারে ৪২ রানের জুটি গড়েন। তাদের এই দুর্দান্ত জুটি ভাঙেন আরাফাত সানি।

নাঈম শেখের হাতে ক্যাচ দিয়ে ১২ বলে ১৮ রান করে রাফসান আল মাহমুদ।

রাফসানের আউটের পর জাতীয় দলের অন্যতম তারকা মেহেদী হাসান মিরাজের সঙ্গে ৬২ রানের জুটি গড়েন ইমতিয়াজ।

ব্যক্তিগত ৩৩ রানের মাথায় মোসাদ্দেক হোসেনের বলে ডাউন দ্য উইকেটে এসে খেলতে গিয়ে স্ট্যাম্পিং হন মিরাজ। ৪টি চার ও এক

ছক্কায় ২৫ বলে ৩৩ রান করে ফেরেন তিনি।

ইনিংসের ১৬তম ওভারে বিদায় নেন ইমতিয়াজ। তাকেও আউট করেন মোসাদ্দক। বোল্ড হওয়ার আগে ৪৫ বলে ৬৬ রানের ইনিংস খেলেন খেলাঘরের এই ওপেনার। তার এই ইনিংসে ৬টি চার ও ৩টি ছক্কার মার ছিল।

স্লগ ওভারে সাদ্দাম হোসেনের ৯ বলে ১৩ রান করলে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৬৪ রান জমা করে খেলাঘর।

আবাহনীর পক্ষে মোসাদ্দেক ও সানি দুটি করে উইকেট লাভ করেছেন। ৬৬ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হয়েছেন ইমতিয়াজ হোসাইন।